বাংলাদেশ সোসাইটির উদ্যোগে স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি মিজ ইসমাত জাহানের বক্তব্য, নিউইয়র্ক, ৩০ মার্চ ২০০৮

প্রথমেই বাংলাদেশ সোসাইটির নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য প্রতিবছরের মত এ বছরও আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এ দিবসটি উদ্‌যাপনের জন্য আপনাদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

স্বাধীনতা আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। ১৯৭১ সালে একটি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছিল আমাদের স্বাধীনতা। এই গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা প্রাণ দিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁদের পূণ্য স্মৃতির প্রতি জানাই আমার গভীর শ্রদ্ধা। যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ছিনিয়ে এনেছেন আমাদের স্বাধীনতা তাদের প্রতিও রইল আন্তরিক শ্রদ্ধা। তাঁদের অপরিসীম ত্যাগ ও বীরত্বের গাঁথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

সুধীবৃন্দ,

বাংলাদেশের প্রায় ৫০ লক্ষ লোক প্রবাসী হলেও তারা মনে প্রাণে আসলে বাংলাদেশেই অবস্থান করেন। স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে এ সপ্তাহে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশীদের এ ধরনের আয়োজন প্রমাণ করে যে, মাতৃভূমির সাথে আমাদের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। আপনাদের আজকের এ আয়োজন বাংলাদেশের প্রতি শ্রদ্ধা, গভীর মমতা ও ভালবাসার স্বতস্ফুর্ত বহিঃপ্রকাশ। যুক্তরাষ্ট্র তথা নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশী ভাই ও বোনেরা বরাবরের মত এবারও নানা অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের মাধ্যমে একদিকে যেমন দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছেন তেমনি নতুন প্রজন্মের সাথেও বাংলাদেশের যোগসূত্র আরও নিবিড় করতে সহায়তা করছেন। এজন্য আপনাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

সুধীবৃন্দ,

আমাদের স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য ছিল মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি অর্জন। স্বাধীনতার পর তিন দশকে সেই লক্ষ্য পুরোপুরি না হলেও অনেকাংশে অর্জিত হয়েছে।

'বাংলাদেশ মানেই বন্যা আর প্রাকৃতিক দূর্যোগের দেশ'-এই পরিচিতি কাটিয়ে আজ বাংলাদেশ বিশ্বদরবারে একটি প্রগতিশীল রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সামাজিক উন্নয়ন খাতে গত তিন দশকে বাংলাদেশের সাফল্য আজ সর্বজন স্বীকৃত। জাতিসংঘের নির্ধারিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ৮টির মধ্যে ২টি, যা ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জন করার কথা ছিল, তা ইতোমধ্যেই অর্জিত হয়েছে। অর্থনৈতিক খাতে

গত দশকে বাংলাদেশের জিডিপি ৬ শতাংশের বেশি হারে প্রবৃদ্ধি লাভ করেছে। রপ্তানী আয় বিগত বছরগুলোতে ক্রমাগতভাবে ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, যোগাযোগ, গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ ও নারীর ক্ষমতায়নে প্রভূত উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল বিশ্বে মডেল হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। ১৯৭১ সালে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসরত জনগোষ্ঠী ৭০ শতাংশ হতে কমে আজ ৪০ শতাংশে নেমে এসেছে। আজ শিশু মৃত্যুর হার কমে এসেছে এবং প্রাথমিক শিক্ষার হার ৮৫% এ উন্নীত হয়েছে।

ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর সূতিকাগার বাংলাদেশ। দারিদ্র বিমোচন এবং নারীর ক্ষমতায়নে এ কর্মসূচীর সাফল্যজনক প্রয়োগে ডঃ ইউনুস ও গ্রামীণ ব্যাংকের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি বিশ্বদরবারে আমাদের ভাবমূর্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে। নারীর ক্ষমতায়নে বিগত তিন দশকে বাংলাদেশে যে নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে তার ফলশ্রুতিতে নারীরা সমাজের সর্বস্তরে জাতি গঠনমূলক কর্মসূচীতে অধিক মাত্রায় অংশগ্রহণ করছেন।

সুধীবৃন্দ

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ একটি শান্তিপ্রিয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ সদস্যপদ লাভের পর হতে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায়, আর্থ সামাজিক উন্নয়নে মানবাধিকার সংরক্ষনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে আসছে। এরই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই দুইবার নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য এবং ১৯৮৫ সালে সাধারণ পরিষদের সভাপতি পদে দায়িত্ব পালন করেছে, যা যে কোন উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত মর্যাদাকর। তাছাড়া সময়ে সময়ে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক, সামাজি ও মানবাধিকার বিষয়ক কমিটি ও কাউন্সিলে সদস্যপদ লাভের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গঠনমূলক ভূমিকা রেখেছে। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার বিষয়ক তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনী অত্যন্ত সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করছে। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক চলমান আলোচনায় বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ এবং স্বল্পোন্নত দেশসমূহের স্বার্থ সংরক্ষণে বাংলাদেশ নেতৃস্থানীয় ভূমিকা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে।

সুধীবৃন্দ,

বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রবাসীরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন। এবছর প্রবাসীরা তাদের কষ্টার্জিত উপার্জন হতে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে ৬ বিলিয়ন ডলার বাংলাদেশে প্রেরণ করেছেন। প্রবাসী বাংলাদেশীদের উত্তরোত্তর বিনিয়োগ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। আপনাদের প্রতি রইলো আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

সুধীবৃন্দ,

আমাদের স্বাধীনতার অন্যতম লক্ষ্য ছিল একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও আত্মনির্ভরশীল দেশ গড়ার। এ লক্ষ্য অর্জনে দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত সকল বাংলাদেশী ভাই ও বোনেরা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমাদের এ প্রচেষ্টা সাফল্যমন্ডিত হবে। এই প্রত্যাশায় শেষ করছি।